তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত

তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

গবেষণা সিরিজ-১৭

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-২২২২২১১৫০/০২-৪৮৩১৬৭৪৯
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ
QRF Admin- 01944411560, 01755309907
QRF Dawah- 01979464717
Publication- 01972212045
QRF ICT- 01944411559
QRF Sales- 01944411551, 01977301511
QRF Cultural- 0197301504

ISBN Number : 978-984-35-0614-6

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৪
সপ্তম সংস্করণ : মে ২০২১

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৮০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ক্রিয়েটিভ ডট
৩১/১ পুরানা পল্টন, শরীফ কমপ্লেক্স (৭ম তলা), ঢাকা- ১০০০
মোবাইল : ০১৮১১ ১২০২৯৩, ০১৭০১ ৩০৫৬১৫
ই-মেইল : creativedot8@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৩
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	তাকদীরে বিশ্বাস করার গুরুত্ব	২৬
৭	'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির প্রচলিত অর্থ এবং তার প্রভাবে চালু হওয়া কথাসমূহ	২৭
৮	'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির প্রচলিত অর্থের কুফল	২৭
৯	'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির প্রচলিত অর্থের উৎপত্তিস্থান	২৯
১০	'ভাগ্য' (বিধিলিপি) অনুবাদ ধরলে 'কদর' ও 'তাকদীর' শব্দ ধারণকারী কুরআনের আয়াতের যে অর্থ হয়	৩১
১১	'ভাগ্য' (বিধিলিপি) অনুবাদ ধরলে 'কদর' ও 'তাকদীর' শব্দ ধারণকারী হাদীসের যে অর্থ হয়	৩২
১২	'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ হিসেবে 'ভাগ্য/ বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত' কথাটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৩৪
১৩	'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির প্রকৃত অর্থ	৪২
১৪	'কদর' শব্দের অর্থ মর্যাদা ধরলে সুরা কদরের ১-৩ নং আয়াতের যে অর্থ হয় তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৪৪
১৫	'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে পূর্বোল্লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহের যে অর্থ হয়	৪৫
১৬	'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহের যে অর্থ হয়	৪৭
১৭	'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের যে অর্থ হয় তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৪৯

১৮	'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে ঈমানে মুফাস্‌সালের যে অর্থ হয় তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৫১
১৯	'মহাবিশ্বের সকল কিছুর পরিণতি মহান আল্লাহর কাছে থাকা একটি কিতাবে লেখা অনুযায়ী হয়'– কুরআন ও হাদীসের এ ধরনের বক্তব্যের অসতর্ক ও প্রকৃত ব্যাখ্যা	৫২
	উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের প্রচলিত অসতর্ক ব্যাখ্যা	৫৬
	আয়াত ও হাদীসগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝার জন্যে যে বিষয়গুলো সামনে রাখতে হবে	৫৭
	তথ্যগুলোর ভিত্তিতে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা	৫৭
২০	'জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ পূর্বনির্ধারিত' প্রবাদ বাক্যটির পর্যালোচনা	৬০
২১	ভুল বা অমান্য করার কারণে তাকদীর বা কদরে যে ফলাফল নির্ধারিত আছে তা পরিবর্তন হওয়া সম্ভব কি না	৬২
২২	তাকদীরে থাকা ফলাফল পরিবর্তন করানোর উপায়	৬৪
২৩	আল্লাহ তা'য়ালার তাকদীর পরিবর্তন করার পদ্ধতি	৬৫
২৪	'তাকদীর' বা 'কদর' জানার উপায়	৬৭
২৫	শেষ কথা	৭১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

'ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত' বা 'কপালের লিখন না যায় খণ্ডন' কথা দুটি সারাবিশ্বে বহুল প্রচারিত এবং প্রায় সকল মানুষ জানে ও বিশ্বাস করে। অন্য দিকে রোগ চিকিৎসা, বিচারের রায় নিজের পক্ষে পাওয়া, ভালো শিক্ষা লাভ করা ইত্যাদির জন্য সকল মানুষ ভালো চিকিৎসক, ভালো উকিল, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি খোঁজে। সহজে বুঝা যায়– বিশ্বাস ও আচরণটি সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ– 'ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত' বা 'কপালের লিখন না যায় খণ্ডন' কথা দুটি যদি সঠিক হয় তবে ভালো চিকিৎসক, উকিল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলে ফল যা হবে খারাপ চিকিৎসক, উকিল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলে ফল একই হবে। কিন্তু বিশ্বাস ও আচরণটি মানব সমাজে আবহমান কাল ধরে আছে।

মুসলিমগণ 'ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত' বা 'কপালের লিখন না যায় খণ্ডন' কথা দুটি জানে কুরআন ও হাদীসে থাকা 'তাকদীর' বা 'কদর' পূর্বনির্ধারিত কথাটির অর্থ 'ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত' বলে জানার মাধ্যমে। অবাক বিস্ময় হলো কুরআন ও হাদীসে 'তাকদীর' বা 'কদর' পূর্বনির্ধারিত কথা দুটি যেমন আছে তেমনি আছে কাজের ফল বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত নয় এমন তথ্য ধারণকারী অনেক স্পষ্ট বক্তব্য। আবার কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে– কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী কথা নেই। তাই, মুসলিমগণ কেন কুরআন ও হাদীসে থাকা 'তাকদীর' বা 'কদর' পূর্বনির্ধারিত কথাটির প্রকৃত অর্থ বের করার জন্য গবেষণা চালিয়ে গেল না তা এক বিস্ময়কর বিষয়।

পুস্তিকাটিতে কুরআন ও হাদীসে থাকা 'তাকদীর' বা 'কদর' পূর্বনির্ধারিত কথা দুটির প্রকৃত অর্থ কী হবে তা কুরআন, সুন্নাহ, Common sense ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুস্তিকাটি 'ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত' বা 'কপালের লিখন না যায় খণ্ডন' কথা দুটির মহা ক্ষতি থেকে মানব সভ্যতা বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষায় ব্যাপক অবদান রাখবে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়, বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বা মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে কোনো ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। এটা আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো প্রকার ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসুল (স.)-এর জন্য নফল তথা অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এটা নির্দ্ধারিণ করা ছিল যে, তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো– সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আরেকটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে[১] এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন- 'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'[২]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন

১. সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩, সুরা হুদ/১১ : ১, সুরা ফুসসিলাত/৪১ : ৩

২. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা অনুমোদন দিতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও কুরআনের বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۖ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ

অনুবাদ : আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের গভীরভাবে জানা দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা (উৎস) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি/Common sense/عَقْلٌ/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের ভিত্তিতে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয়– সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের কী লাভ?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[৩] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারমূলক বিষয়। অন্যদিকে এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানব রুহের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

৩. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ১৮

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৪]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না। (সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানেনি বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৫]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

---

৪. عُلِّمْنَا শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। (মুহা. সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬)

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আন-নিশাপুরী, *আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ*, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, খ. ১, পৃ. ৩৮)

৫. مَا لَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (*তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, *আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন*, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا

অনুবাদ : আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে উপরোল্লিখিত ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৬]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

৬. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, *আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন*, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো– এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৭]

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ. ... ...

অনুবাদ : ... ... আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ : তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতটি থেকে তাই বোঝা যায়, জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হবে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

---

৭. আলূসী, *রূহুল মাআনী*, খ. ৭, পৃ. ৫০।

সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে; যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নম্বর-৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির **'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই, Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ .... قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

অনুবাদ : *আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন– আর পোষা গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুয়াস্সাসাতু কর্দোভা), হাদীস নং ১৭৭৭৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির **'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয়'** বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... حَدَّثَنَا رَوْحٌ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির **'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে'** অংশ থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির **'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন'** অংশ থেকে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় যে– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস থেকে সহজে জানা যায়– Common sense/আকল/বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

অনুবাদ : শীঘ্র আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।... ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense (আকল/বিবেক) ধারণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা'** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো–

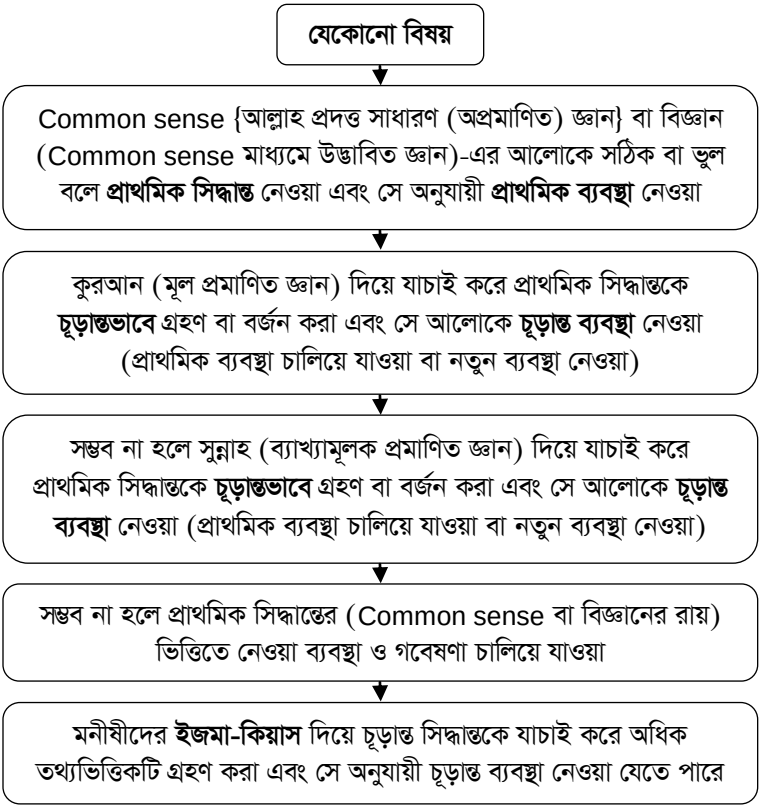

কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

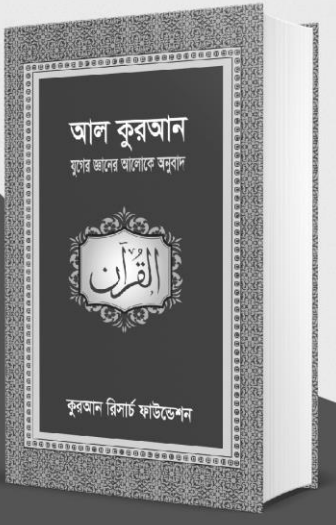

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের
আলোকে অনুবাদ

নিজে পড়ুন

**সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

মূল বিষয়

'তাকদীর বা কদর আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটি কুরআন ও হাদীসে অনেকবার এসেছে। কিন্তু কথাটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে বর্তমান মুসলিম সমাজে সঠিক ধারণা নেই। আর এর জন্য মুসলিম উম্মাহর অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে। তাই, 'তাকদীর বা কদর আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত' বলতে কুরআন ও হাদীসে কী বুঝানো হয়েছে তা প্রতিটি মুসলিমের সঠিকভাবে জানা, বিশ্বাস করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সকল মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং মানব সভ্যতার বর্তমান উৎকর্ষতার যুগে বিজ্ঞানের সহায়তায়, তাকদীরের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা বোধগম্য এবং যুক্তিগ্রাহ্য করে উপস্থাপন করা বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। আশা করি এর মাধ্যমে তাকদীরের ওপর মুসলিমদের বিশ্বাস দৃঢ় হবে এবং তাকদীরে বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষ বা মুসলিমদের দুনিয়া ও আখিরাতে যে কল্যাণ দিতে চেয়েছিলেন তা পাওয়া সম্ভব হবে। আশাকরি এ পুস্তিকা তাকদীর সম্বন্ধে বর্তমান বিশ্বে ও মুসলিম সমাজে চালু থাকা ভুল ধারণা সংস্কার করতে বিপুলভাবে সাহায্য করবে।

তাকদীরে বিশ্বাস করার গুরুত্ব

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ... ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : ... ... فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ... ... ...

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.)-এর বর্ণনা সনদের* **১১***তম ব্যক্তি আবূ খাইছামা যুহাইর ইবন হারব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) বলেন : ..... অতঃপর সে (জিব্রাইল) বললো, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদীর ও এর ভালো ও মন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে। সে (জিব্রাইল) বললো– আপনি সত্যই বলেছেন।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : 'তাকদীর' শব্দটির উৎপত্তি 'কদর' শব্দটি থেকে। তাই, তাকদীরে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ। আর তাই 'তাকদীর' বা 'কদর'-এ বিশ্বাস করা ইসলামী জীবনের অপরসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রচলিত অর্থ এবং তার প্রভাবে চালু হওয়া কথাসমূহ

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রচলিত অর্থ হলো– ভাগ্য, পরিণতি বা বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত। তথ্যটির প্রচলিত এ অর্থের প্রভাবে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত ধারণাসমূহ হলো–

- সকল কাজের ভাগ্য, পরিণতি বা ফলাফল আল্লাহ পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন।
- মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর স্থান, সময় ও কারণ আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত।
- মানুষের চূড়ান্ত ভাগ্য তথা জান্নাত বা জাহান্নাম প্রাপ্তির বিষয়টিও পূর্বনির্ধারিত।
- ঐ ভাগ্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রচলিত অর্থের কুফল

১. কোনো কাজে ব্যর্থ হলে বা যথাযথ ফল না পেলে মানুষ তার প্রকৃত কারণ সন্ধান ও প্রতিকারের চেষ্টা না করে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। ফলে ভবিষ্যতে ঐ কাজে সফল হওয়া বা যথাযথ ফল পাওয়ার উপায়টি মানব সভ্যতার সামনে উন্মুক্ত (Discover) হয় না বা হতে বিলম্ব হয়।

২. সাধারণ মুসলিমরা কষ্টসাধ্য বা ত্যাগ স্বীকার করা লাগে এমন কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কারণ তারা মনে করে– কষ্ট করে বা ত্যাগ স্বীকার করে একটি কাজ করার পরও আল্লাহ ঐ কাজের যে ফল নির্ধারণ করে রেখেছেন তা তো পরিবর্তন করা যাবে না। তাই অযথা কষ্ট করার বা ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী?

৩. বিজ্ঞানের সকল দিকের এক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতি গবেষণা বন্ধ করে দিয়ে আজ বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্য জাতিদের তুলনায় ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়েছে। যেমন–

- চিকিৎসা বিদ্যায় গবেষণার ব্যাপারে তারা মনে করেছে কষ্ট করে গবেষণা করে নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি বা ঔষধ আবিষ্কার করার

কী দরকার? রোগ ভালো হবে কি হবে না এটি তো আল্লাহ পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন।

- কষ্ট করে গবেষণা করে উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা মুসলিমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করেছে। কারণ যুদ্ধের ফলাফল তো পূর্বনির্ধারিত। তাই উন্নত মানের যুদ্ধাস্ত্র থাকলে ফলাফল যা হবে, না থাকলেও ফলাফল তাই হবে।

৪. দুষ্ট লোকেরা খারাপ কাজ করার যুক্তি খুঁজে পেয়েছে। তারা বলে আমাদের চূড়ান্ত ভাগ্য তথা জান্নাত বা জাহান্নাম প্রাপ্তির বিষয়টি তো আল্লাহ পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই আমরা খারাপ কাজ করলে চূড়ান্ত ফল যা হবে ভালো কাজ করলেও ফল তাই হবে। এজন্য খারাপ কাজ করে মজা লুটলে চূড়ান্তভাবে আমাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

৫. মানুষের সাহস! (বোকামী) বেড়ে যায়। তাই তারা যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু ঐ ধরনের অধিকাংশ কাজের ফল তাদের বিরুদ্ধে যায়।

৬. কোনো কোনো মু'মিনের বুঝ তাকদীরের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যার কাছাকাছি হলেও বিষয়টি তারা ভালোভাবে বুঝে নেননি। ফলে বিষয়টিকে যেমন তারা মনের প্রশান্তিসহ বিশ্বাস করতে পারেন না, তেমনই অন্য মানুষকে তা যুক্তিগ্রাহ্য করে বুঝাতে পারেন না।

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রচলিত অর্থের উৎপত্তিস্থান

উৎপত্তিস্থল-১

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রচলিত অর্থের ১ম বা সবচেয়ে বেশি প্রচারিত উৎপত্তিস্থলটি হলো ঈমানে মুফাস্সালে থাকা ‘কদর’-এর ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা কথাটির প্রচলিত অর্থ ও ব্যাখ্যা।

ঈমানে মুফাস্সাল–

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلَاءِكَتِه وَ كُتُبِه وَ رُسُلِه وَالْقَدْرِ خَيْرِه وَ شَرِّه مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْت

প্রচলিত অসতর্ক অনুবাদ : আমি ঈমান আনছি আল্লাহ, তাঁর ফেরশতাগণ, কিতাবসমূহ, রসূলগণ, কিয়ামতের দিন, **আল্লাহ তা‘য়ালার কাছ থেকে আসা ভাগ্যের ভালো-মন্দ** এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

প্রচলিত অসতর্ক ব্যাখ্যা : ঈমানে মুফাস্সালের অসতর্ক অর্থ থেকে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে– ঈমান যে ৭টি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস দাবি করে তার একটি হলো ভাগ্যের ভালো ও মন্দ ফলের প্রতি বিশ্বাস। অর্থাৎ মানুষের ভাগ্যে ভালো বা মন্দ যে ফল আল্লাহ তা‘য়ালা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং যা অপরিবর্তনীয়, তার প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের একটি দাবি।

উৎপত্তিস্থল-২

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রচলিত অর্থের ২য় উৎপত্তিস্থল হলো ‘কদর’ ও ‘তাকদীর’ শব্দ ধারণকারী কুরআনের আয়াতের অসতর্ক অর্থ। ঐ আয়াতের তিনটি–

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝

'কদর' শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে আয়াত তিনটির সরল অর্থ : নিশ্চয় আমরা তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে। আর তুমি কি জানো– কদরের রাতটি কী? কদরের রাতটি হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

(সুরা কদর/৯৭ : ১-৩)

আয়াত তিনটিতে থাকা 'কদর' শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরকারকের বক্তব্য–

১. মা' আরেফুল কোরআন

কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এ স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। কদরের আরেক অর্থ তকদীর (বিধিলিপি, ভাগ্য) এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে লিখে দেওয়া হয়।

(মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.; অনুবাদক : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রকাশক : ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ : মে ১৯৮৮, পৃষ্ঠা : ৯৩৭-৯৩৮)

২. তাফহীমুল কুরআন

কোনো কোনো তাফসীরকারক কদরকে তকদীর (ভাগ্য) অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এই রাতে আল্লাহ তকদীরের ফয়সালা জারী করার জন্য তা ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেন। অন্যদিকে ইমাম যুহরী রহ. বলেন, কদর অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা। অর্থাৎ এটি অত্যন্ত মর্যাদাশীল রাত।

(সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী রহ.; অনুবাদক : আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রিল : ১৯৯১, পৃষ্ঠা : ১৮১)

তবে বাস্তবতা হলো– 'কদর' শব্দের অর্থ 'ভাগ্য' ধরলে আয়াত তিনটির যে অর্থ হয় সেটিই মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। সে অর্থ হলো– আমি এটা (কুরআন) নাযিল করেছি **ভাগ্য রজনি**তে। তুমি কি জানো– **ভাগ্য রজনি** কোনটি? **ভাগ্য রজনি** হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

উৎপত্তিস্থল-৩

'কদর' ও 'তাকদীর' শব্দ ধারণকারী হাদীসের অসতর্ক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

‘ভাগ্য’ (বিধিলিপি) অনুবাদ ধরলে ‘কদর’ ও ‘তাকদীর’ শব্দ ধারণকারী কুরআনের আয়াতের যে অর্থ হয়

তথ্য-১

... ... وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا.

অসতর্ক অর্থ : ... ... আর তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তার ভাগ্য (তাকদীর) নির্দিষ্ট করেছেন।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ২)

তথ্য-২

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ .

অসতর্ক অর্থ : নিশ্চয় আমরা প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি ভাগ্য (কদর) সহকারে।

(সুরা ক্বামার/৫৪ : ৪৯)

তথ্য-৩

... ... اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .

অসতর্ক অর্থ : ... ... অবশ্যই আল্লাহ তার কাজ শেষ করেন; আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্যে একটি ভাগ্য (কদর) নির্দিষ্ট করেছেন।

(সুরা তালাক/৬৫ : ৩)

তথ্য-৪

... ... وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ... ...

অসতর্ক অর্থ : ... ... কিন্তু তিনি নিজ ইচ্ছায় তৈরি ভাগ্য (কদর) অনুযায়ী তা (রিজিক) দিয়ে থাকেন। ... ...

(সুরা শুরা/৪২ : ২৭)

‘ভাগ্য’ (বিধিলিপি) অনুবাদ ধরলে ‘কদর’ ও ‘তাকদীর’ শব্দ ধারণকারী হাদীসের যে অর্থ হয়

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ... ... ... حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ... ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .

অসতর্ক অর্থ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ ত্বাহির আহমাদ ইবন আমর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– আসমানসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করার ৫০ হাজার বছর আগে আল্লাহ সকল মাখলুকের ভাগ্য/বিধিলিপি (কদর) লিখে রেখেছেন। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির ওপর।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬৯১৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ... ... ... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ... ... عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ.

অসতর্ক অর্থ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) উবাদাতা ইবন সামিত (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন মূসা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন–* উবাদাতা ইবন সামিত (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন– আল্লাহ সর্বপ্রথমে যা সৃষ্টি করেন তাহলো কলম। অতঃপর কলমকে বললেন– লেখো; তখন কলম (ভাগ্য) লিখতে শুরু করে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা লিপিবদ্ধ করে।

◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৩১৯।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ... ... عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ.

অসতর্ক অর্থ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) তাউস (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* তাউস (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক সহাবাকে দেখতে পেয়েছি। তারা বলতেন যে– সকল বিষয় নির্ধারিত (সৃষ্ট)। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রসূল (স.) বলেছেন– সব বিষয় ভাগ্য/বিধিলিপিসহ সৃষ্ট। এমনকি অক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা বা বুদ্ধিমত্তা ও অক্ষমতাও।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯২২।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابنُ ماجَه... ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ... ... عَنْ أَبِي خِزَامَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا وَتُقًى نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ : هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ.

অসতর্ক অর্থ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আবূ খিযামাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুস সাবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ খিযামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে সকল ঔষধ দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি, যে ঝাড়-ফুঁক করি এবং যে সকল প্রতিরোধমূলক বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী? সেগুলো কি আল্লাহ নির্ধারিত ভাগ্য/বিধিলিপি কিছুমাত্র রদ করতে পারে? তিনি বলেন– সেগুলোও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।

◆ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৪৩৭।

◆ হাদীসটির সনদ যঈফ ও মতন সহীহ।

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির অর্থ হিসেবে ‘ভাগ্য/বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

চলুন এখন ‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির অর্থ হিসেবে ‘ভাগ্য/বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত’ বলে যে কথাটি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করা যাক। আমরা এটি মহান আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১ : মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার মূল্য না থাকার দৃষ্টিকোণ

সকল কাজের ভাগ্য, পরিণতি বা ফলাফল পূর্বনির্ধারিত হলে কাজে সফল বা ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোনো মূল্য বা ভূমিকা থাকে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি মানুষ ইচ্ছা এবং চেষ্টা না করলে কোনো কিছু ঘটে না। আবার ইচ্ছা ও চেষ্টার ধরনের ভিত্তিতে সকল কাজের সফলতা ও ব্যর্থতা বা সফলতা ও ব্যর্থতার মাত্রা নির্ভর করে।

তাই, Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকে ‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির অর্থ ভাগ্য বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

দৃষ্টিকোণ-২ : আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক হওয়ার দৃষ্টিকোণ

সকল কাজের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত হলে কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে সফল হলে মানুষকে পুরস্কৃত করা (জান্নাত দেওয়া) এবং ব্যর্থ হলে মানুষকে শাস্তি দেওয়া (জাহান্নামে পাঠানো) চরম অবিচার হয়। অথচ আল্লাহ জানিয়েছেন–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ... ...

অনুবাদ : যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের (এ বিষয়ে) পরীক্ষা করার জন্য (পরীক্ষা নিয়ে ইনসাফের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার জন্য), কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। ... ...

(সুরা মূলক/৬৭ : ২)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে ইনসাফের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার জন্য।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ .

অনুবাদ : আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক নন?

(সুরা ত্বীন/৯৫ : ৭)

ব্যাখ্যা : এখানে প্রশ্ন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক।

তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– মানুষের জান্নাত ও জাহান্নাম প্রাপ্তি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত কথাটি সঠিক নয়।

♣♣ ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দিয়ে যাচাই করে ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। এটি সম্ভব না হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। তাই, নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এখন আমাদের কুরআন দিয়ে যাচাই করে 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য হবে কি না বিষয়টিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর কুরআন দিয়ে সম্ভব না হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

আল কুরআন
তথ্য-১.১

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ

অনুবাদ : মানুষ শুধু তাই পায় যার জন্য সে চেষ্টা করে (কর্মপ্রচেষ্টা চালায়)।

(সুরা নাজম/৫৩ : ৩৯)

ব্যাখ্যা : এখানে জানানো হয়েছে মানুষ যা পায় তা তার ভাগ্যে লেখা আছে বলেই পায়, এটি একেবারে সঠিক নয়। প্রকৃত বিষয় হলো মানুষ নিজের ইচ্ছায় যে ধরনের চেষ্টা-সাধনা করে সে ধরনের পরিণতি তার হয়।

তথ্য-১.২

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ ... ...

অনুবাদ : তোমাদের ওপর যে বিপদ আসে, তা তোমাদের নিজ হাতের অর্জন (নিজ কর্মের দোষেই আসে)। (সুরা শুরা/৪২ : ৩০)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তা তাদের নিজ কর্মের ফল। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন, ব্যক্তি বা সামষ্টিক মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তা তাঁর আগে নির্ধারিত করে রাখা, এমনটি সঠিক নয়। ঐ বিপদ আসে মানুষের কর্মে থাকা দোষ বা ভুলের কারণে।

তথ্য-১.৩

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ... ...

অনুবাদ : স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় উপস্থিত হয় মানুষের কৃতকর্মের জন্য। ... ... (সুরা রুম/৩০ : ৪১)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে, মানুষের ওপর এবং মহাবিশ্বে যে অরাজকতা তথা বিপদ-আপদ আসে তা মানুষের কর্মের ফল। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন– মানুষের ওপর বা মহাবিশ্বে যে বিপদ-আপদ (সাইক্লোন, সুনামি, ভূমিকম্প, গ্রীন হাউজ ইফেক্ট, খরা, বন্যা ইত্যাদি) আসে, তা পূর্বে তিনি নির্ধারিত করে রেখেছেন বলে আসে এমনটি সঠিক নয়। ঐ বিপদ আসে মানুষের নিজেদের কর্ম দোষের কারণে।

তথ্য-১.৪

... ... وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ

অনুবাদ : ... ... আর তোমার যা অকল্যাণ হয় তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে (নিজের কর্মদোষে) হয়। (সুরা নিসা/৪ : ৭৯)

ব্যাখ্যা : এখানেও জানানো হয়েছে ব্যক্তি মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তা তার নিজ কর্মের ফল। আগে নির্ধারিত করে রাখার কারণে তা আসে, এ ধারণা সঠিক নয়।

তথ্য-১.৫

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰـكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ .

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো জুলুম করেন না, বরং মানুষই নিজেদের প্রতি জুলুম করে থাকে। (সুরা ইউনুস/১০ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : যে কাজে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার ভূমিকা নেই সে কাজের ভিত্তিতে তাকে শাস্তি দেওয়া জুলুম (অত্যাচার)। এখানে আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন– যে বিপদের জন্য মানুষের কর্ম দায়ী নয় সে বিপদ তিনি তাদের দেন না। কারণ এটি জুলুম। আর আল্লাহ জুলুম করা থেকে মুক্ত। প্রকৃত বিষয় হলো মানুষের কর্মদোষেই তাদের ওপর বিপদ আসে।

তথ্য-১.৬

... ... اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ... ...

অনুবাদ : ... ... নিশ্চয় আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না জাতির লোকেরা (কর্মের মাধ্যমে) নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। ... ... (সুরা রাদ/১৩ : ১১)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানেও নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন– কোনো জাতির লোকেরা যদি নিজ ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা না করে, তবে তাঁর মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত করে রাখার কারণে এমনি এমনি তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে, এমনটি সত্য নয়।

তথ্য-১.৭

... ... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ . ...

অনুবাদ : আর প্রত্যেক ব্যক্তি (তা থেকে) কিছুই অর্জন করে না যা তার ওপর বর্তায় না (প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী); আর কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না।

(সুরা আনআম/৬ : ১৬৪)

ব্যাখ্যা : এখানে প্রথম জানানো হয়েছে– ব্যক্তি যা অর্জন করে তা তার ভাগ্যে লেখা ছিল বলে পায়, ব্যাপারটি মোটেই এমন নয়। বরং ব্যক্তি যা অর্জন করে তার জন্য সে নিজেই দায়ী। কারণ ওটা তার নিজ কর্মের জন্যই হয়।

তারপর বলা হয়েছে– কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না। অর্থাৎ একজনের দোষের জন্য আসা বিপদ অন্য একজনের ওপর তিনি কখনও চাপান না। যে

আল্লাহ এ রকমটি করবেন না সে আল্লাহ নিশ্চয়ই যে কাজের জন্য যে মানুষের ভূমিকা নেই তার জন্য তাকে শাস্তি দেবেন না।

সম্মিলিত শিক্ষা

এ ধরনের আরও আয়াত আছে যা থেকে সহজে বুঝা যায়– মানুষের কর্মের ফল বা বিপদ-আপদ আসা পূর্বনির্ধারিত নয়। তা নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার ধরনের ওপর। তাই, এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য, পরিণতি বা বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

তথ্য-২

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۖ

অনুবাদ : আর যিনি (সকল কিছুর) 'কদর' নির্দিষ্ট করেছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন (জানিয়ে দিয়েছেন)।

(সুরা আলা/৮৭ : ৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের বক্তব্য হলো– আল্লাহ তা'য়ালা কদর (তাকদীর) নির্দিষ্ট করেছেন অতঃপর তা জানিয়ে দিয়েছেন। 'কদর' বা 'তাকদীর'-এর অর্থ ভাগ্য হলে এ আয়াতের বক্তব্য হয়– আল্লাহ ভাগ্য নির্দিষ্ট করেছেন অতঃপর জানিয়ে দিয়েছেন। এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ, ভাগ্য জানিয়ে দেওয়া হয়নি। তাই এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকেও– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

তথ্য-৩

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۭ . وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ . لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

অনুবাদ ('তাকদীর' ও 'কদর' শব্দ দুটির অর্থ ভাগ্য ধরে) : আর সূর্য ভ্রমণ করে তার জন্য নির্দিষ্ট করা কক্ষপথে, এটা (সূর্যের জন্য) মহাপ্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানীর (নির্দিষ্ট করা) ভাগ্য। আর চাঁদের ভাগ্যে আমরা নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে তা পুরাতন খেজুরের ডালের আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; আর প্রত্যেকে (নিজ নিজ) কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।

(সুরা ইয়াসিন/৩৬ : ৩৮-৪০)

ব্যাখ্যা : সূর্য ও চাঁদ দুটি নিষ্প্রাণ সৃষ্টি। তাই, তাদের ভাগ্য আছে এবং সে ভাগ্য নির্দিষ্ট করা আছে কথাটি যথাযথ বা যৌক্তিক হয় না। তাই এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকেও– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন পর্যালোচনা করে আমরা দেখলাম– ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ... ... ... حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ... ...
...عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ হাফস আমর ইবন আলী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলো– হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমি সেটা (উট) বেঁধে রেখে (হারিয়ে না যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর ওপর) ভরসা করবো (দুয়া করবো), না ছেড়ে রেখে ভরসা করবো? তিনি বললেন, সেটাকে (উট) বেঁধে রেখে তাওয়াক্কুল করো।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৫১৭।
- (হাদীসটির তখরীজে বিভিন্ন মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তিরমিযী বলেন গরীব, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ বলেন মুনকার, আলবানী বলেন হাসান)।

ব্যাখ্যা : রসূল (স.) এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন উট হারিয়ে না যাওয়ার ব্যাপারে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে দুয়া করলে চলবে না। প্রথমে উটকে ভালোভাবে বাঁধতে হবে। তারপর আল্লাহর কাছে দুয়া করতে হবে। তাই, এ হাদীসটির মাধ্যমে জানা যায়– আল্লাহ সকল কাজের ভাগ্য বা

পরিণতি আগে লিখে রেখেছেন প্রচারণাটি সঠিক নয়। প্রথমে সফল হওয়ার জন্য যথাযথ কর্মপ্রচেষ্টা চালাতে হবে। তারপর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

হাদীস-২.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫৩৫৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم... ... ... حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ... ... عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তিত্রয় যথাক্রমে হারূন ইবন মা'রূফ, আবূত ত্বাহির ও আহমাদ ইবন 'ঈসা (রহ.) প্রমুখ থেকে* জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– সকল রোগের জন্যে চিকিৎসা আছে। যখন সঠিক চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয় তখন রোগী আল্লাহর ইচ্ছায় সেরে উঠে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৮৭১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২.৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مَالِك ... ... حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَصَابَهُ جُرْحٌ فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ فَنَظَرَا إِلَيْهِ فَزَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا أَيُّكُمَا

أَطَبُّ. فَقَالاَ أَوَ فِى الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِى أَنْزَلَ الأَدْوَاءَ .

অনুবাদ : *ইমাম মালিক (রহ.) যায়িদ ইবন আসলাম (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ২য় ব্যক্তি মালিক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুয়াত্ত্বা' গ্রন্থে লিখেছেন–* যায়িদ ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, রসূল (স.) এর সময় একব্যক্তি আহত হয় এবং তার ক্ষতে পচন ধরে। রসূল (স.) লোকটির চিকিৎসার জন্যে বনি আনসার গোত্র থেকে দুজন চিকিৎসককে ডেকে পাঠান। রসূল (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত ভালো চিকিৎসক? তারা উত্তরে বলল– হে আল্লাহর রসূল (স.)! চিকিৎসায় কি ভালো-খারাপ আছে? যায়েদ (রা.) বলেন, রসূল (স.) বললেন– যিনি রোগ পাঠিয়েছেন তিনি ঔষধও পাঠিয়েছেন।

- ◆ মালিক, *আল-মুয়াত্ত্বা*, হাদীস নং-১৭৩৫।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : চিকিৎসার ফল আগে নির্ধারিত থাকলে ভালো বা খারাপ যেকোনো চিকিৎসক চিকিৎসা করলে ফল একই হতো। কিন্তু যেহেতু চিকিৎসার ফল আল্লাহ আগে নির্ধারিত করে রাখেননি তাই ভালো চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করলে ফল ভালো হবে। আর খারাপ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করলে ফল খারাপ হবে।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা

এ হাদীস তিনটির মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন যে– প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ আছে। ভালো চিকিৎসক দিয়ে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে যথাযথ ঔষধ দিতে পারলে রোগ ভালো হয়ে যায়। তাই, হাদীস তিনটি থেকে জানা যায়– কারো রোগ ভালো হবে কি হবে না এটি আল্লাহ তা'য়ালা পূর্বে নির্ধারিত করে রাখেননি। রোগ ভালো হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে সঠিক রোগ নির্ণয় এবং যথাযথ ঔষধ প্রয়োগের ওপর। সুতরাং আল্লাহ সকল কাজের ভাগ্য বা পরিণতি আগে নির্ধারণ করে রেখেছেন কথাটি সঠিক নয়।

- ❖ তাহলে দেখা যায়– 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির অর্থ ভাগ্য বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত কথাটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস আছে।

‘তাকদীর পূর্বনির্ধারিত’ কথাটির প্রকৃত অর্থ

‘তাকদীর’ (تقدير) ও ‘কদর’ (قدر) শব্দের আভিধানিক প্রধান তিনটি অর্থ হলো–

১. ভাগ্য, পরিণতি, বিধিলিপি বা ফলাফল।
২. প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন)।
৩. মর্যাদা বা সম্মান।

তাই, আল কুরআনে থাকা ‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের সে অর্থটিই ধরতে হবে যা ধরলে– শব্দ দুটি ধারণকারী আয়াতসমূহের অর্থ কুরআনের অন্য সকল আয়াতের বক্তব্যের সম্পূরক হয়। বিরোধী না হয়। কারণ, কুরআন বলেছে–

তথ্য-১

... ... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

অনুবাদ : ... ... আর তা (কুরআন) যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তবে নিঃসন্দেহে তারা তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধিতা (পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য) পেতো।

(সুরা নিসা/৪ : ৮২)

তথ্য-২

... ... وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ .

অনুবাদ : ... ... আর নিশ্চয় যারা কিতাবের মধ্যে (পরস্পর) বিরোধিতা (আবিষ্কার) করেছে তারা অবশ্যই জেদের বশবর্তী হয়ে (সত্য হতে) অনেক দূরে চলে গেছে।

(সুরা বাকারা/২ : ১৭৬)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা

এ দুটি আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায়– আল কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই। আর এটিই হওয়ার কথা। কারণ,

পরস্পর বিরোধী কথা বলেন সে ব্যক্তি বা সত্তা যার নিম্নের তিনটি দুর্বলতা থাকে–

১. দুষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা

এ ধরনের ব্যক্তি বা সত্তা আজ নিজের স্বার্থে একটি কথা বলে, পরের দিন নিজের স্বার্থে বিপরীত কথা বলে।

২. জ্ঞানের অভাব থাকা ব্যক্তি বা সত্তা

এ ধরনের ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞান পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কারণে পরস্পর বিরোধী কথা বলে।

৩. ভুলে যাওয়া ব্যক্তি বা সত্তা

এ ধরনের ব্যক্তি বা সত্তা ভুলে যাওয়ার কারণে পরস্পর বিরোধী কথা বলে।

মহান আল্লাহর এ তিনটি দুর্বলতার একটিও নেই। তাই, আল কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বা তথ্য নেই।

আর হাদীসে থাকা 'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দের সে অর্থই ধরতে হবে যা ধরলে–

- হাদীসের অর্থ কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত না হয়।
- একটি নির্ভুল হাদীসের অর্থ অন্য নির্ভুল হাদীসের সম্পূরক হয়। বিরোধী না হয়।

‘কদর’ শব্দের অর্থ মর্যাদা ধরলে সুরা কদরের ১-৩ নং আয়াতের যে অর্থ হয় তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ . وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ . لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

অনুবাদ : আমি এটা (কুরআন) নাযিল করেছি মর্যাদাশীল রজনিতে। তুমি কি জানো মর্যাদাশীল রজনি কোনটি? মর্যাদাশীল রজনি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

(সুরা কদর/৯৭ : ১-৩)

পর্যালোচনা : এ আয়াতের অর্থ অন্য কোনো আয়াতের বক্তব্যের বিপরীত নয়। অন্যদিকে হাদীস অনুযায়ী রমাযান মাসে একটি ফরজ আমল করলে ৭০টি ফরজ আমলের সাওয়াব এবং একটি নফল আমল করলে একটি ফরজ আমলের সাওয়াব পাওয়া যায়। তাই ‘কদর’ শব্দের অর্থ মর্যাদা ধরলেই ৩ নং আয়াতটির অর্থ হাদীসের ব্যাখ্যার সাথে সংগতিশীল হয়। তাই, ‘কদর’ শব্দের অর্থ মর্যাদা ধরলে এ তিনটি আয়াত থেকে যে অর্থ বের হয়ে আসে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে পূর্বোল্লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহের যে অর্থ হয়

তথ্য-১

... ...وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا.

অনুবাদ : ... ... আর যিনি সকল জিনিস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তার (বাস্তবায়ন বা সংঘটিত হওয়ার) প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট করেছেন।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ২)

তথ্য-২

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ .

অনুবাদ : নিশ্চয় আমরা প্রত্যেকটি জিনিস (বাস্তবায়ন বা সংঘটিত হওয়ার) প্রোগ্রামসহ সৃষ্টি করেছি। (সুরা ক্বামার/৫৪ : ৪৯)

তথ্য-৩

... ...اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .

অনুবাদ : ... ... অবশ্যই আল্লাহ তার কাজ শেষ করেন; আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্যে একটি প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট করেছেন। (সুরা তালাক/৬৫ : ৩)

তথ্য-৪

... ...وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ... ...

অনুবাদ : ... ... কিন্তু তিনি নিজ ইচ্ছা মতো তৈরি করা প্রোগ্রাম অনুযায়ী তা (রিজিক) অবতীর্ণ করে থাকেন। ... ... (সুরা শুরা/৪২ : ২৭)

তথ্য-৫

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۖ

অনুবাদ : তিনি প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট করেছেন এবং (কিছু কিছু কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে) জানিয়ে দিয়েছেন। (সুরা আ'লা/৮৭ : ৩)

ব্যাখ্যা : তিনি সকল জিনিসের জন্যে প্রোগ্রাম পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। ঐ প্রাকৃতিক আইনের অনেকগুলো কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। আর বাকিগুলো চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে বের করে নেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে বারবার তাগিদ দিয়েছেন।

তথ্য-৬

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ؕ . وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ . لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

অনুবাদ : আর সূর্য ভ্রমণ করে তার জন্য নির্দিষ্ট করা কক্ষপথে। এটা (সূর্যের জন্য) মহাপ্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানীর (নির্দিষ্ট করা) **প্রাকৃতিক আইন বা প্রোগ্রাম**। আর চাঁদের **প্রাকৃতিক আইন বা প্রোগ্রামে** আমরা নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে তা পুরাতন খেজুরের ডালের আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা। আর প্রত্যেকে (নিজ নিজ) কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।
(সুরা ইয়াসিন/৩৬ : ৩৮-৪০)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোর এ অর্থ Common sense ও বিজ্ঞান সম্মত হয়।

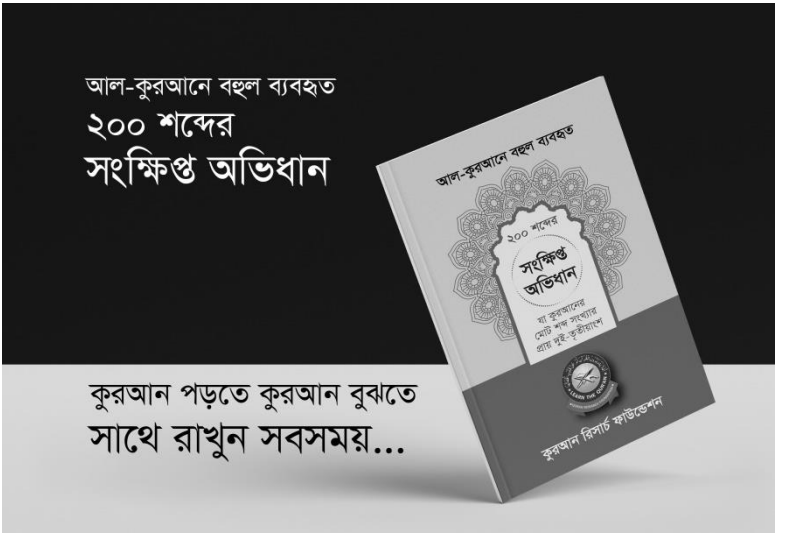

‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহের যে অর্থ হয়

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ... ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ – قَالَ – وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ ত্বাহির আহমাদ ইবন আমর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– আসমানসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করার ৫০ হাজার বছর আগে আল্লাহ সকল মাখলুকের **প্রোগ্রাম** (কদর) লিখে রেখেছেন। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির ওপর।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯১৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ... ... عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) উবাদাতা ইবন সামিত (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন মূসা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন–* উবাদাতা ইবন সামিত (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন– আল্লাহ সর্বপ্রথমে যা সৃষ্টি করেন তাহলো কলম। অতঃপর কলমকে বললেন– (প্রোগ্রাম/কদর) লেখো। তখন কলম লিখতে শুরু করে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা লিপিবদ্ধ করে।

◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৩১৯।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ... ... ... حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ... ... عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) তাউস (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* তাউস (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর সহাবাদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক সহাবাকে দেখতে পেয়েছি। তারা বলতেন যে, সকল জিনিস **প্রোগ্রাম** (কদর) সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– সকল বিষয় **প্রোগ্রামসহ** সৃষ্ট। এমনকি অক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা বা বুদ্ধিমত্তা ও অক্ষমতাও।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯২২।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابنُ ماجَه... ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ... ... عَنْ أَبِي خِزَامَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا وَتُقًى نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ : هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আবূ খিযামাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুস সাবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ খিযামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে সকল ঔষধ দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি, যে ঝাড়-ফুঁক করি এবং যে সকল প্রতিরোধমূলক বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী? সেগুলো কি আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীর কিছুমাত্র রদ করতে পারে? তিনি বলেন– সেগুলোও নির্ধারিত প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত।

◆ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৪৩৭।

◆ হাদীসটির সনদ যঈফ ও মতন সহীহ।

‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের যে অর্থ হয় তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম ধরলে কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে তার সামগ্রিক অবস্থা হলো–

১. মানুষের করা কাজের ভালো ও মন্দ ফলাফল, জীবন ও মৃত্যু, জান্নাত ও জাহান্নাম পাওয়া না পাওয়া এবং মহাবিশ্বের সকল বিষয়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহ পূর্ব থেকে পৃথক প্রোগ্রাম তৈরি করে রেখেছেন।

২. মানুষের জীবনে এবং মহাবিশ্বে সংঘটিত হওয়া সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা ঐ প্রোগ্রাম অনুযায়ী সংঘটিত হয়।

৩. মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টির ঐ প্রোগ্রাম পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই। শুধু আল্লাহ তা'য়ালা চাইলে তা পরিবর্তন করতে পারেন।

৪. মানুষের কৃত কাজে সফল হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ঐ প্রোগ্রামে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ আছে–
   - মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, নিষ্ঠা, ধৈর্য, সাহসিকতা, ত্যাগ, একতা, কর্মকৌশল ইত্যাদি।
   - আল্লাহর নির্দিষ্ট করা ও জানা কিন্তু মানুষের অজানা বা জানা অসংখ্য বিষয় (Factor)।

তাই, ‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে– কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে কাজে সফল বা ব্যর্থ হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে যে তথ্য উঠে আসে তা হলো–

- **সফল হওয়ার পদ্ধতি**
  নিজ ইচ্ছায়, জেনে বা না জেনে আল্লাহর তৈরি করে রাখা সফল হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করা।
- **ব্যর্থ হওয়ার পদ্ধতি**
  নিজ ইচ্ছায়, না জেনে বা জেনে আল্লাহর তৈরি করে রাখা ব্যর্থ হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করা।

সফল এবং ব্যর্থ হওয়ামূলক প্রোগ্রাম আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন তথ্যটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۚ

অনুবাদ : আর আমরা তাকে (মানুষকে) উভয় (সঠিক ও ভুল) পথের দিকনির্দশেনা দিয়েছে (জানিয়ে দিয়েছি)।

(সুরা বালাদ/৯০ : ১০)

♣♣ তাই, 'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দের অর্থ (অধিকাংশ স্থানে) আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান/প্রাকৃতিক আইন) ধরা গ্রহণযোগ্য হবে। এর কারণ হলো ঐ অর্থ ধরলে– 'তাকদীর' বা 'কদর' শব্দ ধারণকারী কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে সেখানে–

১. কার্য সম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, নিষ্ঠা, ধৈর্য, সাহসিকতা, ত্যাগ, একতা, কর্মকৌশল ইত্যাদির মূল্য বা ভূমিকা থাকে।

২. কর্মফলের জন্যে মানুষ দায়ী থাকবে।

৩. কর্মফলের ভিত্তিতে মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া ইনসাফ ভিত্তিক হবে।

৪. শব্দ দুটি ধারণকারী আয়াত ও হাদীস থেকে বের হয়ে আসা তথ্য কুরআনের অন্য আয়াত বা অন্য হাদীসের সাথে সমাঞ্জস্যশীল হয়; বিরোধী হয় না।

৫. তাকদীর তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী সকল কিছু সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা পরিবর্তন করতে পারে না। তাই, আল্লাহর কর্তৃত্ব (রুবুবিয়াত বা উলুহিয়াত) সংরক্ষিত থাকে।

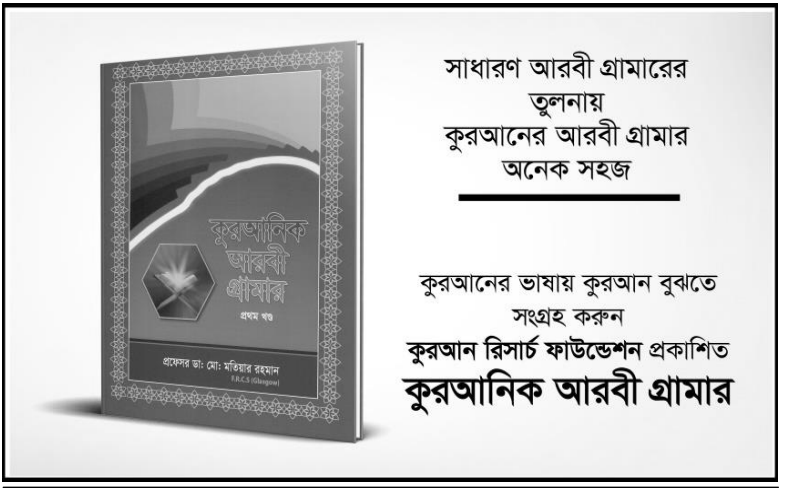

‘তাকদীর’ বা ‘কদর’ শব্দের অনুবাদ প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন) ধরলে ঈমানে মুফাস্‌সালের যে অর্থ হয় তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلَاءِكَتِه وَ كُتُبِه وَ رُسُلِه وَالْقَدْرِ خَيْرِه وَ شَرِّه مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْت

অনুবাদ : আমি ঈমান আনছি– আল্লাহ, তাঁর ফেরশতাগণ, কিতাবসমূহ, রসূলগণ, কিয়ামতের দিন, আল্লাহ তা‘য়ালার কাছ থেকে আসা (আল্লাহর তৈরি) বিভিন্ন বিষয়ের সফল ও ব্যর্থ হওয়ার প্রোগ্রাম এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

এ অনুবাদের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা : ঈমানে মুফাস্‌সালে থাকা ‘আল্লাহর তৈরি বিভিন্ন বিষয়ের প্রোগ্রামের ভালো ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস’ অংশের ব্যাখ্যা হলো– আল্লাহ বিভিন্ন বিষয়ের সফল ও ব্যর্থ হওয়ার প্রোগ্রাম আগে থেকে তৈরি করে রেখেছেন। তাই ঈমানে মুফাস্‌সালের وَالْقَدْرِ خَيْرِه وَ شَرِّه مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى অংশের প্রতি বিশ্বাস করার অর্থ হবে– বিভিন্ন বিষয়ের সফল বা ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তৈরি করে রাখা ঐ প্রোগ্রামকে বিশ্বাস করা। এ অনুবাদ Common sense সম্মত হয়, কুরআন ও হাদীসের কোনো বক্তব্যের বিরোধী হয় না। তাই, ঈমানে মুফাস্‌সালের وَالْقَدْرِ خَيْرِه وَ شَرِّه مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى অংশের এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে।

‘মহাবিশ্বের সকল কিছুর পরিণতি মহান আল্লাহর কাছে থাকা একটি কিতাবে লেখা অনুযায়ী হয়’– কুরআন ও হাদীসের এ ধরনের বক্তব্যের অসতর্ক ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

প্রথমে চলুন কুরআন ও হাদীসের ঐ ধরনের বক্তব্যগুলোর কয়েকটি জেনে নেয়া যাক–

আল কুরআন

তথ্য-১

مَآ اَصَابَ مِنۡ مُّصِيۡبَةٍ فِى الۡاَرۡضِ وَلَا فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ اِلَّا فِىۡ كِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ ۖ.

অনুবাদ : পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর আসা কোনো বিপদ এমন নেই, যা একটি কিতাবে নেই এবং আমরা পূর্বে তা (ঐ কিতাব) প্রণয়ন করে রেখেছি। নিশ্চয় তা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

(সুরা হাদিদ/৫৭ : ২২)

তথ্য-২

قُلْ لَّنۡ يُّصِيۡبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوۡلٰٮنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ .

অনুবাদ : (তাদের) বলো– (ভালো-মন্দ) আমাদের জন্য আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু হবে না, তিনি আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।

(সুরা তওবা/৯ : ৫১)

তথ্য-৩

وَمَا كَانَ لِنَفۡسٍ اَنۡ تَمُوۡتَ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ ... ...

অনুবাদ : আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে না, মৃত্যুর অনুমতি সুস্পষ্টভাবে (উম্মুল কিতাবে) লিপিবদ্ধ আছে। ... ...

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৪৫)

তথ্য-৪

... ... وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۭ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرٌ.

অনুবাদ : ... ... আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। আর কোনো বয়স্ক ব্যক্তি আয়ু পায় না এবং তার আয়ু হতে কমে না (উম্মুল) কিতাবে লেখা থাকা ছাড়া। নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

(সুরা ফাতির/৩৫ : ১১)

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ... ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ بِرِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ، وَشَقِيٌّ ، أَوْ سَعِيدٌ ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ – أَوِ الرَّجُلَ – يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَدْخُلُهَا . قَالَ آدَمُ إِلَّا ذِرَاعٌ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবুল ওলীদ হিশাম ইবন আব্দিল মালিক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, বিশ্বাসী ও বিশ্বস্ত রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকেই মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্রবিন্দু রূপে জমা থাকে। তারপর ঐরূপ চল্লিশ দিন 'আলাক' এবং এরপর ঐরূপ চল্লিশ দিন 'মুদগাহ' রূপে থাকে। তারপর আল্লাহ তা'য়ালা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাঁকে রিযিক, মউত, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য-এ চারটি ব্যাপার (লিপিবদ্ধ করার জন্য) নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে যে কেউ (অথবা বলেছেন কোনো ব্যক্তি) জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে,

এমনকি তার এবং জাহান্নামের মাঝে কেবলমাত্র এক হাত বা এক গজের ব্যবধান থাকে। এমন সময় লেখাটি তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর তখন সে জান্নাতীদের আমল করা শুরু করে দেয়। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি জান্নাতীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে কেবলমাত্র এক গজ বা দু'গজের ব্যবধান থাকে, এমন সময় ঐ লেখাটি তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর অমনি সে জাহান্নামীদের আমল শুরু করে দেয়। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১২২৬।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ... ... ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসাদ্দাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেন– আল্লাহ তা'য়ালা রেহেমে (মাতৃগর্ভে) একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন। তিনি বলেন, হে প্রভু! এটি 'ফোঁটা'। হে প্রভু! এটি 'আলাক'। হে প্রভু! এটি 'মুদগাহ'। আল্লাহ তা'য়ালা যখন তাঁর সৃষ্টি পরিপূর্ণ করতে চান, তখন ফেরেশতা বলেন– হে প্রভু! এটি নর হবে, না নারী? এটি হতভাগ্য হবে, না ভাগ্যবান? তার জীবিকা কী পরিমাণ হবে? তার আয়ুষ্কাল কী হবে? তখন (আল্লাহ তাআলা যা নির্দেশ দেন) তার মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় ঐ রূপই লিপিবদ্ধ করা হয়।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩১২।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الكِتَابَانِ؟ فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا، فَقَالَ لِلَّذِي فِي

يَدِهِ الْيُمْنَى: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ (ص:৪৫০) يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি কুতাইবা ইবন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (স.) দু'হাতে দুটি কিতাব নিয়ে বের হলেন এবং বললেন, তোমরা জানো– এ দু'টি কিতাব কী? আমরা বললাম– জি না। কিন্তু আপনি যদি আমাদের বলে দেন। তখন তিনি নিজের ডান হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন– এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সমস্ত জান্নাতীর নাম, তাদের বাপ-দাদাদের নাম ও বংশ পরিচয় রয়েছে। এতে কখনো বেশিও হবে না এবং কমও না। অতঃপর তাঁর বাম হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন– এটাও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সমস্ত জাহান্নামীর নাম, তাদের বাপ-দাদাদের নাম ও বংশ পরিচয় রয়েছে। এদের শেষ ব্যক্তির নামের পরও সর্বমোট কথাটি বলা হয়েছে। সুতরাং এতেও কখনো বেশি এবং কম করা যাবে না।

তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন– যদি ব্যাপার এরূপ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েই থাকে, তবে আমলের কী দরকার? উত্তরে রসূল (স.) বললেন– তোমরা সত্য পথে থেকে ঠিকভাবে কাজ করতে থাকো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের (সকল কাজে নির্ধারিত শতভাগ সঠিক ফলাফলের কাছাকাছি থাকার) চেষ্টা করো। কেননা, জান্নাতী ব্যক্তির অন্তিম কাজ জান্নাতীদের কাজই হবে, (পূর্বে) সে যে আমল করে থাকুক না কেন। এইরূপে জাহান্নামী ব্যক্তির অন্তিম আমল জাহান্নামীদের আমলই হবে (পূর্বে) সে যে আমলই করে থাকুক না কেন। অতঃপর তিনি নিজের দু'হাতে ইশারা করলেন এবং কিতাব দুটিকে

(নিজের পিছনের দিকে) ফেলে দিয়ে বললেন– তোমাদের পরোয়ারদেগার আপন বান্দাদের সকল বিষয় (যথাযথভাবে) শেষ করেছেন। একদল বেহেশতে যাবে। একদল দোজখে যাবে।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২১৪১।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ... ... عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُوْدًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ قَالَ اِعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى)

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি বিশ্‌র ইবন খালিদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা আমরা নবী (স.)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একটি লাঠি যা দিয়ে তিনি মাটি খুঁড়ছিলেন। তিনি তখন বললেন– তোমাদের মাঝে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। লোকদের ভেতর থেকে এক ব্যক্তি বলল– হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তা হলে (এর ওপর) নির্ভর করবো না? তিনি বললেন– না, বরং আমল করো। কেননা, প্রচেষ্টাকৃত কাজে সফল হওয়া সকলের জন্যে সহজ করা হয়েছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন-

فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى ... ...

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৬৬৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের প্রচলিত অসতর্ক ব্যাখ্যা

এ ধরনের আরও আয়াত ও হাদীস কুরআন ও হাদীসগ্রন্থে আছে। আর এর প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে–

১. মহান আল্লাহর কাছে থাকা একটি কিতাবে মানুষের করা সকল কাজ, জীবন-মৃত্যু এবং জান্নাত বা জাহান্নাম পাওয়ার **একটি মাত্র** পরিণতি, ফল বা অবস্থান লেখা আছে।

২. মানুষ যতই চেষ্টা করুক কিতাবে লেখা থাকা ঐ পরিণতি, ফল বা অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হবে না।

যে কারণে এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না

যে সকল কারণে 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' কথাটির ব্যাখ্যা হিসেবে 'ভাগ্য, পরিণতি বা বিধিলিপি পূর্বনির্ধারিত' কথাটি গ্রহণযোগ্য হয়নি বলে আমরা পূর্বে জেনেছি সে একই কারণে আলোচ্য বিষয়টির এ ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

আয়াত ও হাদীসগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝার জন্যে যে বিষয়গুলো সামনে রাখতে হবে

১. আয়াতে কোথাও বলা হয়নি যে, আল্লাহর কাছে থাকা কিতাবে প্রতিটি বিষয়ের একটিমাত্র ফলাফল, পরিণতি বা অবস্থান লেখা আছে।

২. আল্লাহর কাছে প্রতিটি মানুষের সনাক্তকারী নাম (DNA CODE) ভিন্ন।

৩. প্রত্যেকে মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া (Hereditary) গুণাগুণ ভিন্ন।

৪. প্রত্যেকে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভিন্ন।

৫. একটি কাজের ফলাফল বা পরিণতির সাথে জড়িত থাকে– জ্ঞান, ধৈর্য, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সাহসিকতা, একতা ইত্যাদিসহ মানুষের অজানা কিন্তু আল্লাহর জানা ছোটো, ক্ষুদ্র (Microscopic) অসংখ্য অনুঘটক (Factor)।

৬. ঐ অনুঘটকের একটি পরিবর্তন হলে কাজের ফল/পরিণতি পরিবর্তন হয়ে যায়।

৭. ভালো ফলাফলের জন্য যেমন অসংখ্য অনুঘটক আছে মন্দ ফলাফলের জন্য তেমনই অসংখ্য অনুঘটক আছে।

তথ্যগুলোর ভিত্তিতে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা

- DNA ID নম্বর অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে একটি ফাইল (কিতাব) আছে।
- ঐ ফাইলে (কিতাব)– মানুষের জীবনের সকল বিষয়ের সব পরিবর্তনশীল বিষয় বিবেচনায় এনে যত সংখ্যক (কোটি কোটি) ভালো বা খারাপ ফল হতে পারে তার সবগুলো লেখা আছে।
- তাই, একজন মানুষের জীবনে ভালো বা খারাপ যাই ঘটুক তা ঐ ফাইলে (কিতাব) পাওয়া যাবে।
- অন্যদিকে– আল্লাহর কাছে থাকা ফাইলে (কিতাব) একটি কাজের সর্বোত্তম যে ফলটি লেখা আছে মানুষ কখনও সে ফল অর্জন করতে পারবে না।

- কারণ– একটি কাজের সর্বোত্তম ফলটি লাভের জন্য বড়ো, ছোটো, ক্ষুদ্র (Macroscopic & Microscopic) যত অনুঘটক (Factor) আছে তার সবগুলো মানুষের পক্ষে জানা এবং সর্বোত্তম উপায়ে পালন করা সম্ভব নয়।
- মানুষের মধ্যে যে যত সঠিকভাবে চেষ্টা করবে সে ঐ সর্বোত্তম ফলের তত কাছাকাছি যেতে পারবে, কিন্তু কখনই সে শতভাগ সফল হতে পারবে না।

এ বিষয়গুলো কুরআন ও হাদীস জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

আল কুরআন

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا.

অনুবাদ : কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এ রকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি (শতভাগ সঠিকভাবে) করবো। আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া। ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে– আশা আছে আমার রব কাজটির (শতভাগ) সঠিক পথের কাছাকাছি অবস্থানের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন।

(সুরা কাহাফ/১৮ : ২৩-২৪)

আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা রসূল (স.)-সহ সকল মানুষকে কোনো কাজের ব্যাপারে কী কথা বলা যাবে না, কেন তা বলা যাবে না এবং কী দুয়া করতে হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

'কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এ রকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি করবো' অংশের ব্যাখ্যা : এ কথার মাধ্যমে কোনো কাজ সম্বন্ধে 'আমি কাজটি শতভাগ নির্ভুলভাবে করবো' এ ধরনের কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

'আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া' অংশের ব্যাখ্যা : এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– শতভাগ নির্ভুলভাবে কোনো কাজ করতে হলে ঐ কাজের আল্লাহর তৈরি সফলতার প্রাকৃতিক আইনকে শতভাগ নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতে হবে। যা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

'ভুলবশত কখনও ঐ রকম বলা হয়ে গেলে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে– আশা আছে আমার রব কাজটির শতভাগ সঠিক পথের কাছাকাছি অবস্থানের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্যের মাধ্যমে

ভুলবশত ঐ ধরনের কথা বলা হয়ে গেলে কী করতে হবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে কাজটি হলো, আল্লাহর কাছে এভাবে দুয়া করা– 'হে আল্লাহ, এ কাজটির সফলতার শতভাগ সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি অবস্থানের দিকে আমাকে পথ দেখান'।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ... ... عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَأَبْشِرُوا ، فَإِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ . قَالُوا وَلاَ ، أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আলি ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেন– সর্বাধিক সংখ্যক সঠিক কাজ করার চেষ্টা করো, (সত্যের) কাছাকাছি থেকো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। জেনে রেখো, কোন ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। তাঁরা (সাহাবায়ে কিরামগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আপনার আমলও কি পারবে না? তিনি উত্তর দিলেন– না, আমিও না, যদি না আমার রব তাঁর ক্ষমা ও রহমত দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬১০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল (স.) প্রথমে সর্বাধিক সংখ্যক নেক আমল করতে এবং সকল কাজে সত্যের কাছাকাছি থাকতে মুসলিমদের বলেছেন। কাজে 'সত্যের কাছাকাছি' থাকার অর্থ হলো– কাজটির ব্যাপারে আল্লাহর তৈরি সফলতার প্রোগ্রামের শতভাগ সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি থাকা।

এরপর রসূল (স.) বলেছেন– 'জেনে রেখো, কোনো ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না'। একথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামে থাকা শতভাগ সঠিক অবস্থানে পৌঁছে মানুষের পক্ষে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ মাফ না করলে শুধু আমল করার ভিত্তিতে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।

হাদীসটির শেষে সাহাবাগণের প্রশ্নের উত্তরে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন– শুধু আমলের ভিত্তিতে তিনিও জান্নাতে যেতে পারবেন না। আর এর কারণ হলো– আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইনে থাকা শতভাগ সঠিক অবস্থান পূরণ করে তাঁর পক্ষেও কোনো আমল করা সম্ভব নয়।

‘জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ পূর্বনির্ধারিত’ প্রবাদ বাক্যটির পর্যালোচনা

পৃথিবীর প্রায় শতভাগ মানুষ বিশ্বাস করে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ পূর্বনির্ধারিত। চলুন এখন এ বিষয়টির সঠিকত্ব পর্যালোচনা করা যাক।

Common sense

যে কাজের ফলাফল বা পরিণতি পূর্বনির্ধারিত সে কাজে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোনো মূল্য নেই। তাই, সে কাজ পালনে সফল বা ব্যর্থ হওয়ার ভিত্তিতে মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচার হয় না।

আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক। তাই, যদি দেখা যায়–

১. জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ বিষয় তিনটি ঘটার ধরনের ভিত্তিতে ইসলামে কোনো পুরস্কার বা শাস্তি নেই, তবে Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যাবে এ তিনটি বিষয় পূর্বনির্ধারিত।

২. জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ বিষয় তিনটি ঘটার ধরনের ভিত্তিতে কোনোটিতে শাস্তি আছে আবার কোনোটিতে শাস্তি নেই, তবে Common sense-এর ভিত্তিতে বলা যাবে– যেটিতে শাস্তি নেই সেটি পূর্বনির্ধারিত। আর যেটিতে শাস্তি আছে সেটি পূর্বনির্ধারিত নয়।

জন্ম : জন্মের স্থান, কাল ও সময়ের কারণে মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার বিধান ইসলামে নেই, তথা মহান আল্লাহ রাখেননি। মুসলিমের ঘরে বা মক্কা শরীফে জন্ম হলে পুরস্কার নেই। আবার পতিতার ঘরে বা হিন্দুস্থানে জন্ম হলে শাস্তি নেই। তাই, Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায় **জন্ম পূর্বনির্ধারিত**।

মৃত্যু : আত্মহত্যা করলে ইসলামে শাস্তি আছে। কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের পরস্পর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যাবসা করা ছাড়া তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; আর তোমরা নিজেকে হত্যা (আত্মহত্যা) করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

(সুরা নিসা/৪ : ২৯)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– আত্মহত্যা করা নিষেধ। অর্থাৎ আত্মহত্যা করলে শাস্তি আছে। তাই, এ আয়াতের ভিত্তিতে Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায় **মৃত্যু পূর্বনির্ধারিত নয়**।

বিবাহ : বিবাহের কারণে শাস্তির বিধান ইসলামে আছে। এ তথ্যটি কুরআন জানিয়ছে এভাবে–

اَلزَّانِیۡ لَا یَنۡکِحُ اِلَّا زَانِیَۃً اَوۡ مُشۡرِکَۃً ۫ وَّ الزَّانِیَۃُ لَا یَنۡکِحُہَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوۡ مُشۡرِکٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ .

অনুবাদ : জেনাকারী– জেনাকারিণী বা মুশরিক মহিলা ছাড়া এবং জেনাকারিণী– জেনাকারী বা মুশরিক পুরুষ ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। আর মু'মিনদের জন্য উহা হারাম (শাস্তিযোগ্য বিষয়)।

(সুরা নূর/২৪ : ৩)

তাই, কুরআনের ভিত্তিতে Common sense-এর ভিত্তিতে বলা যায় বিবাহ **পূর্বনির্ধারিত নয়**।

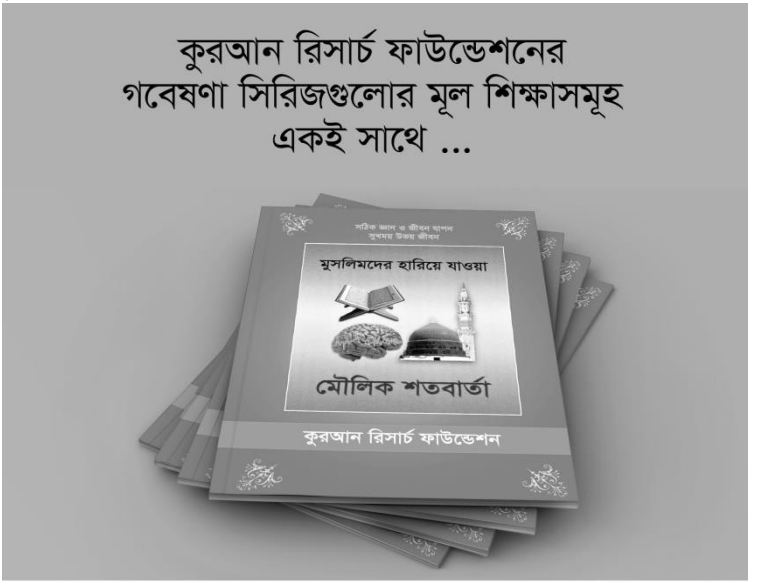

ভুল বা অমান্য করার কারণে তাকদীর বা কদরে যে ফলাফল নির্ধারিত আছে তা পরিবর্তন হওয়া সম্ভব কি না

কোনো কাজের শতভাগ সঠিক ফলাফলের জন্যে অসংখ্য বিষয় (Factor) আছে। ঐ বিষয়গুলোর সবক'টি আল্লাহর জানা আছে। মানুষ শুধু তার সামান্য কিছু জানে। তাই মানুষের করা কাজে কিছু না কিছু ত্রুটি থাকবেই। কাজে থাকা যে কোনো ত্রুটির জন্যে আল্লাহর তৈরি তাকদীর বা কদরে (Natural law) একটি ফল নির্ধারিত আছে। ঐ ফলাফলটি সকল ক্ষেত্রে কাজটির শতভাগ সঠিক ফলাফলের নিচে থাকবে।

ত্রুটি থাকার কারণে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইনে একটি কাজের যে ফল হওয়ার কথা মানুষের পক্ষে তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে মহান আল্লাহর পক্ষে তা পরিবর্তন করা সম্ভব। কুরআন ও হাদীস থেকে এ বিষয়টি যেভাবে জানা যায়–

আল কুরআন
তথ্য-১

... ... اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ

অনুবাদ : ... ... নিশ্চয়ই তোমার রব যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতা রাখেন।
(সুরা হুদ/১১ : ১০৭)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনের অনেক জায়গায় মহান আল্লাহ এই বক্তব্যটি রেখেছেন। এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়– যেকোনো বিষয় পরিবর্তন করার ক্ষমতা আল্লাহর আছে এবং দরকার হলে তিনি তা করেন। আর ঐ যে কোনো বিষয়ের মধ্যে তাকদীর, কর্মফল বা পরিণতিও অন্তর্ভুক্ত।

তথ্য-২

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ .

অনুবাদ : আর তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং অনেক বিপদ-আপদ তিনি ক্ষমা করে দেন (ঘটতে দেন না)।

(সুরা শুরা/৪২ : ৩০)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– না জানার কারণে পদ্ধতিতে ত্রুটি রেখে কাজ করার জন্যে অথবা নিজ ইচ্ছায় ভুল বা খারাপ কাজ করার কারণে তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী যে সকল বিপদ আসার কথা, তার অনেকগুলো তিনি মাফ করে দেন তথা আসতে দেন না। তাই, এখান থেকেও বুঝা যায় কর্মের ফল বা পরিণতি আল্লাহর মাধ্যমে পরিবর্তন হওয়া সম্ভব।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ... ... عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ : نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হান্নাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রসূল (স.) প্রায়ই এই দুয়া করতেন– হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার মনকে তোমার দ্বীনের ওপর মজবুত রাখো। একবার আমি বললাম– হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনাতে এবং আপনি যে দ্বীন এনেছেন তাতে বিশ্বাস এনেছি। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে ভয় করেন? জবাবে রসূল (স.) বলেন– হ্যাঁ। কেননা, সকল মন আল্লাহ তায়ালার আঙুলসমূহের দুটি আঙুলের মধ্যে রয়েছে। তিনি নিজ ইচ্ছা মতো তা পরিবর্তন করে থাকেন।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ২১৪০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

তাকদীরে থাকা ফলাফল পরিবর্তন করানোর উপায়

তাকদীরে থাকা ফলাফল পরিবর্তন করানোর উপায় হলো আল্লাহর কাছে দুয়া করা। এ বিষয়টি কুরআন ও হাদীস জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

আল কুরআন

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ... ...

অনুবাদ : আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (তখন বলে দাও) আমি অতি নিকটে; আমি আহ্বানকারীর (দোয়াকারীর) ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে (যথাযথভাবে) ডাকে।

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৬)

ব্যাখ্যা : এখান থেকে পরিষ্কারভাবে জানা ও বুঝা যায়– যথার্থভাবে দুয়া করলে আল্লাহ মানুষের কর্মফল বা পরিণতি পরিবর্তন করেন। প্রতিটি কাজে মানুষের কিছু না কিছু ভুল-ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই কৃতকাজের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে আল্লাহ যাতে ভালো ফলাফল দেন সে জন্যে আমাদের সকলের তাঁর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করা উচিত।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমরা ভয়াবহ বিপদ, দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বর, মন্দ ফায়সালা এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫৯৮৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিতে রসূল (স.) সকল ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অর্থাৎ কর্মপদ্ধতির দুর্বলতার জন্যে আল্লাহ নির্ধারিত প্রোগ্রামে (তাকদীর) যে বিপদ-আপদ আসার কথা তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করতে বলেছেন। দুয়ার মাধ্যমে বিপদ-আপদ তথা পরিণতি পরিবর্তন হয় বলেই রসূল (স.) দুয়া করতে বলেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার তাকদীর পরিবর্তন করার পদ্ধতি

Common sense

সভ্যতার বর্তমান স্তরে রিমোট কন্ট্রোল (Remote Control)-এর জ্ঞান মানুষের আয়ত্তে আসার পর মহান আল্লাহর তাকদীর (প্রাকৃতিক আইন) পরিবর্তন করার উপায়টি বুঝা সহজ হয়ে গেছে। বর্তমানে আমরা দেখছি বিজ্ঞানীরা একটি পরিচালনা পদ্ধতি নির্ণয় করার পর সে পদ্ধতি অনুসরণ করে মানুষবিহীন রকেট মহাশূন্যে পাঠান। রকেট সে পরিচালনা পদ্ধতি অনুযায়ী চলতে থাকে। কিন্তু পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে একটি রিমোট কন্ট্রোল থাকে যার সাহায্যে তারা পৃথিবীতে বসেই ঐ পরিচালনা পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন এবং বাস্তবে দরকার হলে তা করেনও।

এ উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মহান আল্লাহর কাছে এ ধরনের একটি রিমোট কন্ট্রোল থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। যার মাধ্যমে তিনি তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন করতে পারেন।

আল কুরআন

... ... بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ . بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

অনুবাদ : আসলে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সমস্ত জিনিস তাঁরই; সবকিছুই তাঁর আদেশের অনুগত। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর গ্রষ্টা; আর তিনি যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন সে সম্পর্কে শুধু বলেন– 'হও', আর তা হয়ে যায়।

(সুরা বাকারা/২ : ১১৬-১১৭)

ব্যাখ্যা : এখানে প্রথম আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মহাবিশ্বের সকল কিছু আল্লাহর অতাৎক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক আদেশের অনুগত। অতাৎক্ষণিক আদেশটি হচ্ছে তাঁর তৈরি করে রাখা প্রাকৃতিক আইন তথা তাকদীর। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা** (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটিতে।

দ্বিতীয় আয়াতটিতে আল্লাহ তাঁর তাৎক্ষণিক আদেশ প্রয়োগ করার উপায়টি জানিয়ে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে 'হও' (كُنْ) বলা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা 'হও' (كُنْ) নামক রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে তাঁর তৈরি করা প্রাকৃতিক আইন যেমন পরিবর্তন করতে পারেন, তেমনই তিনি তা দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে বা ঘটাতেও পারেন।

আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক 'হও' (كُنْ) নামক রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে তাকদীর পরিবর্তন করার প্রমাণ : আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হও (كُنْ) নামক রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে কোনো কাজ বা বিষয়ের ফলাফল, পরিণতি বা গুণাগুণ পাল্টিয়ে দেওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন–

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۙ .

অনুবাদ : আমি বললাম– হে আগুন! শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হও ইব্রাহীমের জন্য।
(সুরা আম্বিয়া/২১ : ৬৯)

ব্যাখ্যা : আগুনের জন্য নির্দিষ্ট তাকদীর হচ্ছে পুড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু আগুনের সে তাকদীরকে পরিবর্তন করার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ও উপায় আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

নমরুদ যখন পুড়িয়ে মারার জন্য ইব্রাহীম (আ.)-কে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করলো তখন তাঁর 'হও' নামক রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ঐ আগুনকে ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্যে আরামদায়ক ঠাণ্ডায় পরিবর্তন হতে নির্দেশ দিলেন। আর সাথে সাথে ঐ বিশেষ স্থানের আগুন দাহ্য ক্ষমতা হারিয়ে আরামদায়ক ঠাণ্ডায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। এখান থেকে বুঝা যায় সকল বিষয়ের তাকদীর তথা প্রাকৃতিক আইন আল্লাহ হও (كُنْ) নামক রিমোট কন্ট্রোলের (Remote Control) মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে করেন।

'তাকদীর' বা 'কদর' জানার উপায়

মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিজ্ঞান, শরীর-স্বাস্থ্য, বিচার, ব্যাবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ, সন্ধি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ইহকালীন, পারলৌকিক ইত্যাদি সকল দিকের তৈরি করে রাখা প্রতিটি প্রাকৃতিক আইন যদি আল্লাহ মানুষকে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি বা গবেষণার মাধ্যমে বের করে নিয়ে পালন করতে বলতেন তবে মানুষের দুঃখের কোনো সীমা থাকত না। মহান আল্লাহ হচ্ছেন মানুষের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী ও দয়ালু সত্তা। তাই তিনি জীবনের বিভিন্ন দিকে তাঁর তৈরি করা কদর বা তাকদীর (প্রাকৃতিক আইন) মানুষকে জানানোর বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন। সে ব্যবস্থাগুলোর কথা সারসংক্ষেপ আকারে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনের মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে–

তথ্য-১

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۖ

অনুবাদ : আর যিনি প্রোগ্রাম (কদর) নির্দিষ্ট করেছেন অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন (জানিয়ে দিয়েছেন)। (সুরা আলা/৮৭ : ৩)

ব্যাখ্যা : সকল প্রাকৃতিক আইন সরাসরি জানানো হয়নি। তাই এখানে মহান আল্লাহ বলেছেন– তিনি কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে অনেক প্রোগ্রাম সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-২

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۚ .

অনুবাদ : আর আমরা তাকে (মানুষকে) উভয় (সঠিক ও ভুল) পথ দেখিয়েছি। (সুরা বালাদ/৯০ : ১০)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– তাঁর তৈরি করে রাখা প্রাকৃতিক আইনে একটি কাজে সফল হওয়া ও ব্যর্থ হওয়া, উভয় পথই নির্দিষ্ট করা আছে। আর ঐ পথের অনেকগুলো তিনি কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে মানুষকে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ .

অনুবাদ : আর কসম মনের এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে (মনে) 'ইলহাম' (অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থা) করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করা বা বুঝার শক্তি, Common sense)। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-৮)

ব্যাখ্যা : এখানে জানানো হয়েছে– মানুষের মনে 'ইলহাম' নামের এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্ঞানের এক শক্তি (Common sense) দেওয়া হয়েছে। এ শক্তি আল্লাহর প্রণয়ন করা ব্যর্থ ও সফল হওয়ার প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে Common sense-এর মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা অপ্রমাণিত জ্ঞান। ঐ জ্ঞানকে কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

তথ্য-৪

... ... وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ .

অনুবাদ : ... ... আর তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যম) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো– যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও (মানুষেরা) যেন চিন্তা-ভাবনা করে। (সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : এখানে প্রথমে রসূল (স.)-কে কুরআনে উপস্থিত প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন, বিধি-বিধান) কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে। আর আয়াতের শেষে মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে Common sense ব্যবহার করে গবেষণা করে জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রোগ্রাম আরও বিস্তারিতভাবে জেনে নিতে বলা হয়েছে।

তথ্য-৫.১

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۚ .

অনুবাদ : নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাদের জন্য নিদর্শন (শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯০)

ব্যাখ্যা : উলুল আলবাব কুরআনের একটি পরিভাষা। এর অর্থ হলো প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানী। তাই, এখানে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে– মহাকাশ ও

পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীদের জন্য আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামের অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

তথ্য-৫.২

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا.

অনুবাদ : তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? না তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

ব্যাখ্যা : এখানে কুরআনের উল্লিখিত জীবনের বিভিন্ন দিকের মূল তথ্য ও বিধি-বিধান নিয়ে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণা করে সেগুলোর বিস্তারিত দিক বের না করার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ তথ্যের আয়াত দুটির বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য ধারণকারী অনেক আয়াত কুরআনে আছে। এ দুটিসহ ঐ সকল আয়াত পর্যালোচনা করলে জানা যায়– মহাবিশ্বের সকল প্রাণধারণকারী ও প্রাণহীন সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থিত আছে। ঐ প্রোগ্রামের একটি অন্যটির সম্পূরক (সুরা নূর/৩০ : ৩০)। তাই, গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে থাকা প্রোগ্রামের আবিষ্কার করে নিজেদের কল্যাণের জন্য কাজে লাগাতে মহান আল্লাহ বার বার মানুষকে তাগিদ দিয়েছেন।

♣♣ আল কুরআনের এ সকল এবং এ ধরনের আরও অনেক আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন, কদর বা তাকদীর) জানার জন্য মহান আল্লাহ তিন ধরনের ব্যবস্থা করেছেন–

১. কিতাবের (কুরআন) মাধ্যমে

কিতাবের মাধ্যমে মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকের সকল (১ম ও ২য় স্তর) মৌলিক বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। কুরআনে শুধু একটি অমৌলিক বিষয় আছে। তা হলো তাহাজ্জুদের সালাত। এটি নবীর (স.)-এর জন্য অতিরিক্ত ফরজ ছিল।

২. সুন্নাহর মাধ্যমে

নবী-রসূল (স.)-গণের সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়। তবে কুরআন না জেনে শুধু হাদীস পড়ে মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব।

৩. চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে

আল্লাহর তৈরি সকল প্রোগ্রাম কুরআন সুন্নায় সরাসরি উল্লেখ নেই। অনেক প্রোগ্রাম আছে প্রকৃতিতে। আর কুরআনে থাকা প্রোগ্রামগুলোর কিছু উল্লেখ আছে বিস্তারিতভাবে, কিছু সংক্ষিপ্তভাবে এবং কিছু ইঙ্গিত আকারে।

তাই আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর ভিত্তিতে চিন্তা-গবেষণা করে কুরআনে পরোক্ষ বা ইঙ্গিত আকারে থাকা এবং প্রকৃতিতে থাকা প্রোগ্রামগুলো আবিষ্কার (Discover) করে কাজে লাগানোর জন্য বার বার মানুষকে বলেছেন বা না করার জন্য তিরষ্কার করেছেন।

ঐ গবেষণা তিনি কোনো কালের মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট করেননি। তাই, ঐ গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে সকল যুগের যোগ্য মানুষদের কিয়ামত পর্যন্ত। আর ঐ গবেষণা করতে হবে বিজ্ঞান ও ধর্মীয় সকল বিষয় নিয়ে। ঐ গবেষণা দু'ভাবে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে–

১. আবিষ্কার হওয়া বিষয়ের সরাসরি কল্যাণ।
২. কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার কল্যাণ।

দ্বিতীয় কল্যাণের বিষয়টি কুরআন উল্লেখ করেছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

অনুবাদ : শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম, গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে।

এ আবিস্কারের ফলে একদিকে আবিস্কৃত বিষয়গুলোর সরাসরি কল্যাণ মানুষ পাবে। অন্যদিকে কুরআনে থাকা বিষয়গুলোর সত্যতা বা বাস্তবতা মানুষ যত বুঝতে পারবে তত তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করবে। ফলে মানব সভ্যতার আরও বেশি কল্যাণ হবে।

শেষ কথা

তাকদীর সম্পর্কিত কুরআন-হাদীসে থাকা আপাত বিপরীতধর্মী বক্তব্য নিয়ে নিষ্ঠাবান মুসলিমদের মনে মনে দ্বন্দ্বে পড়তে হয়। আবার দুষ্ট লোকদের উপহাসমূলক বক্তব্য নিয়ে দুরবস্থায় পড়তে হয়। আশা করি এ অবস্থা নিরসনে পুস্তিকাটি সহায়ক হবে। এর ফলস্বরূপ আশা করা যায় মুসলিম জাতি তাকদীর তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামের সাথে তাদের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টার যে সম্পর্ক সেটি ভালো করে বুঝে নিতে পারবে এবং জীবনের সকল দিকে তাদের কর্মপ্রচেষ্টা যথাযথভাবে বাড়িয়ে দিতে পারবে। আর এর চূড়ান্ত পরিণতিস্বরূপ পূর্বের মতো তারা আবার পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বা বিজয়ী হতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

ভুল-ত্রুটি ঈমানদারীর সাথে ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রেখে এবং সঠিক হলে ঈমানদারীর সাথে তা গ্রহণ করে শুধরিয়ে নেওয়ার ওয়াদা রেখে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্বনির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

- **অনলাইনে অর্ডার করতে : www.shop.qrfbd.org**

- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

- **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
  মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৬
- **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা),
  সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- **প্রফেসর'স বুক কর্তার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
  মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

- **সানজানা লাইব্রেরী**, ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬
- **আল ফারুক লাইব্রেরী**, হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- **মিল্লাত লাইব্রেরী**, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ, মোবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
- **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- Good World **লাইব্রেরী**, ৪০৭/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল : ০১৮৪৫১৬৩৮৭৫
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স,** কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬
- **কাটাবন বইঘর,** কাটাবন মোড় , মসজিদ মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আল-মারুফ পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫৭৫৩৮৬০৩, ০১৯৭১৮১৪১৬৪
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **আল-মদীনা লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩৭১৬১৬৮৫
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৮৯৫২০৪৮৪
- **আলম বুকস,** শাহ জালাল র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৬০৬৮৪৪৭৬

- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **ফাইভ স্টার লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ৩১৪ মীর হাজিরবাগ, মিল্লাত মাদ্রাসা গেট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১২০৪২৩৮০
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** ওয়ারলেছ মোড়, বড়ো মগবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২
- **দারুত তাজকিয়া,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩১২০৩১২৮, ০১৭১২৬০৪০৭০
- **মাকতাবাতুল আইমান,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১৮৮৫৫৬৯৭
- **আস-সাইদ পাবলিকেশন**, পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৭৯৬৩৭৬০৫

❖ **চট্টগ্রাম**

- **আজাদ বুকস্,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- **ফয়েজ বুকস,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আমিন বুকস সোসাইটি,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৯১৯২২৪৭৭৮
- **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৭১৬২৬৭২২৪
- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** স্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া,** মিজান রোড, ফেনী মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী,** সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯
- **মোহাম্মাদিয়া লাইব্রেরী,** নতুন বাজার, চাঁদপুর, মোবা : ০১৮১৩৫১১১৯৪

❖ রাজশাহী

- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী
  মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** বড়ো মসজিদ লেন, বগুড়া,
  মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২

❖ খুলনা

- **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা,
  মোবাইল : ০১৭১১২১৭২৮৮
- **হেলাল বুক ডিপো,** ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- **এটসেটরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
  মোবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- **আরাফাত লাইব্রেরী,** মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮
- **আশরাফিয়া লাইব্রেরী,** এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
  মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

❖ সিলেট

- **সুলতানিয়া লাইব্রেরী,** টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
  মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **কুদরতিয়া লাইব্রেরী,** সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার,
  মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

....